মুনতাসির মামুনের জ্ঞাতার্থে–

-মতিউর রহমান নিজামী

গত ১৯শে মে তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্র সচিব ক্রিস্টিয়ানা রোকা শিল্প ভবনে আমার কার্যালয়ে দেখা করেন। উক্ত সাক্ষাতে দেশের শিল্প পরিস্থিতিসহ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলাপ শেষে তিনি দুটো বিষয়ে জানতে চান, যার একটি ছিলো 'আহমদীয়া প্রকাশনা' বন্ধ প্রসঙ্গে। অপরটি ছিলো তথাকথিত 'বাংলা ভাই' প্রসঙ্গে। পরে জেনেছি এই দু'টি বিষয়ে তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছেও জানতে চেয়েছিলেন। এ সংক্রান্ত আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পিআইডির প্রেস রিলিজের মাধ্যমে পত্র-পত্রিকায় পাঠানো হয়েছিল। যা আমার জানা মতে দৈনিক সংগ্রামে পূর্ণাঙ্গভাবে এবং দৈনিক ইনকিলাবে আংশিকভাবে ছাপা হয়। উক্ত বক্তব্যকে কেন্দ্র করে প্রখ্যাত সাংবাদিক, কলামিস্ট ও বুদ্ধিজীবী জনাব মুনতাসির মামুন সাহেব দৈনিক ভোরের কাগজে একটি মন্তব্য প্রতিবেদন লেখেন, যা ২৫শে মে তারিখে প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রতিবেদনে তিনি এই দুই বিষয়ে তার নিজস্ব বিশেষ ভঙ্গিমায় আমার উপর একহাত নেয়ার চেষ্টা করেছেন– তার বক্তব্য ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে অযৌক্তিক ও অবান্তর মনে হলেও তার লেখার মুন্সীয়ানার প্রশংসা করতে আমার দ্বিধা নেই। পূর্ব প্রতিষ্ঠিত ধারণার ভিত্তিতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এই প্রতিবেদনে তথাকথিত 'বাংলা ভাই' এবং তথাকথিত 'ইসলামী জঙ্গীবাদ' সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে সে সম্পর্কে আমি কোনো কথা বলতে চাই না, কারণ যেদিন ভোরের কাগজে জনাব মুনতাসির মামুন সাহেবের এই মন্তব্য প্রতিবেদনটি ছাপা হয়েছে, সেদিনই কমপক্ষে ২০টি দৈনিক পত্রিকায় (৮টি ইংরেজীসহ) এই প্রসঙ্গে প্রদত্ত আমার সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তব্য বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। টিভি চ্যানেলগুলোতেও কমবেশী আমার বক্তব্য প্রচারিত হয়েছে। উক্ত মন্তব্য প্রতিবেদনে মুনতাসির মামুন সাহেব আহমদীয়াদের পক্ষ হয়ে বেশ চ্যালেঞ্জের সুরে যে কথাগুলো বলেছেন– তার উত্তরে কিছু না বলে পারছি না। একটি সত্য চাপা দেয়ার কূটকৌশলের মুকাবিলায় সত্য প্রকাশের ঈমানী তাকিদেই একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ সম্পর্কে দু'টি কথা বলা অপরিহার্য মনে করছি।

জনাব মুনতাসির মামুন তার মন্তব্য প্রতিবেদনে লিখেছেন, "একইভাবে টেলিভিশনে এবং রোকাকে নিজামী বলেন, আহমদীয়া সম্প্রদায় ইসলাম ধর্ম পালন করতে পারবে না।" (ঐ) ভাবটা এমন যে বাংলাদেশটা তার জমিদারীর অন্তর্গত। নিজামী আরো বলেন, আহমদীয়া সম্প্রদায়ের কিছু বইয়ে মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত হানা হয়েছে। মুসলমানরা বিশ্বাস করে মহানবী সর্বশেষ নবী। কিন্তু তাদের কিছু বইয়ে এ বিষয়ে বিকৃত তথ্য দেয়া হয়েছে। তাদের সাথে কোনো সংঘাত কারও নেই। তারা তাদের ধর্ম পালন করতে পারবে। তবে ইসলাম ধর্ম পালন করতে পারবে না........ নিজামীর উদ্দেশ্যে বলছি আহমদীয়াদের কোন্ বইয়ে তিনি এ তথ্য পেয়েছেন তা ঘোষণা করুন, সম্প্রতি আহমদীয়াদের উপর একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। সেখানে তাদের কেন্দ্রীয় প্রচারক আব্দুল আউয়াল সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন, তারা মানেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শেষ নবী। এবং যারা বলেন, আহমদীয়ারা তা মানেন না– তারা মিথ্যা প্রচার করছেন। ব্যতিক্রম একটি– সুন্নীরা ভাবে ইমাম মেহদীর আবির্ভাব হয়নি। আহমদীয়ারা মনে করেন হয়েছে। এ সম্পর্কে নবীর সম্পর্ক কোথায়? ৭৩ ফেরকা ৭৩ রকম চিন্তা করে।"

জনাব মুনতাসির মামুনের এই উপস্থাপনায় আহমদীয়াদের প্রতি তার জোরালো সমর্থন ব্যক্ত হলেও আমার কাছে দুটো বিষয় এখনও অস্পষ্ট। এক, তিনি নিজেও আহমদীয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত কিনা যদি হন তাহলে কিছু বলার নাই। আর যদি বাস্তবে তিনি আহমদীয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকেন তাহলে নিছক তার এই লেখার জন্যে আমি তাকে আহমদীয়াদের একজন হিসাবে বিবেচনা করতে চাই না। তিনি হয়তো রাজনৈতিক কারণেই এ ধরনের বক্তব্য জোরেশোরে দেবার চেষ্টা করেছেন। কারণ তারা বর্তমানে বাংলাদেশকে মৌলবাদের 'অভয়াশ্রম' ও 'অকার্যকর রাষ্ট্র' প্রমাণ করার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে এই ধরনের লেখালেখি অবশ্যই সহায়ক এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু মুনতাসির মামুন একটু গভীরভাবে বুঝার চেষ্টা করলে উপলব্ধি করতেন আহমদীয়া ইস্যুটি কোনো রাজনৈতিক ইস্যু নয়, এটা একান্তই ধর্মীয় একটি মৌলিক বিশ্বাসের ব্যাপার। তিনি একতরফা আহমদীয়াদের কেন্দ্রীয় প্রচারকের বক্তব্যকে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হিসাবে অভিহিত করে গোটা মুসলিম উম্মা এবং উম্মার সর্বকালের সর্বযুগের উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব প্রদর্শন করেছেন। আহমদীয়া ইস্যুটি ইসলামের অনুসারীদের নানা ধরনের ফেরকার অনুরূপ একটি মনে করার কোনো যুক্তি নেই। ইসলামের মৌলিক জ্ঞানের অভাবের ফলেই হয়ত মুনতাসির মামুন এটা ভেবে থাকতে পারেন।

(দুই) আহমদীয়াদের ব্যাপারেও মুনতাসির মামুন সাহেবের তেমন কিছু জানা-শোনা বা পড়াশোনার সুযোগ হয়েছে বলে আমার মনে হয়নি। হলে তিনি চ্যালেঞ্জের সুরে বলতে পারতেন যে, 'নিজামীর উদ্দেশ্যে বলছি আহমদীয়াদের কোন্ বইয়ে তিনি এ তথ্য পেয়েছেন তা ঘোষণা করুন।' সেই সাথে ইমাম মেহদীর আসা না আসার বিতর্কই একমাত্র বিষয় হিসাবে উল্লেখ করতে পারতেন না।

উপরোল্লিখিত প্রশ্ন দু'টি সামনে রেখেই আমি এ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা খুবই সংক্ষেপে বলতে চাই। আমার প্রথম কথাটি হলঃ খতমে নবুওয়াতের বিষয়টি আল্লাহর কুরআন, রাসূলের হাদীস ও সর্বযুগের সর্বকালের হাদীস, তফসীর ও ফেকাহ শাস্ত্রবিদদের সর্বসম্মত রায়ের ভিত্তিতে ইসলামের একটি মৌলিক বিশ্বাস হিসাবে প্রতিষ্ঠিত । শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পরে কেউ নবুওয়াতের দাবী করলে সে মুসলমান থাকতে পারে না। তাকে নবী হিসাবে গ্রহণ করলে সেও মুসলমান থাকতে পারে না। ইসলামী পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেক বিষয়ে অনেক মতপার্থক্য থাকলেও এই ব্যাপারে কোথাও কোনো মতপার্থক্য নেই। এই মৌলিক বিশ্বাস ও ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্যের (ইজমার) ভিত্তিতে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ব্যাপারটি বিচার্য। তিনি

নিজেকে নবী বলে দাবী করেছেন, এই দাবীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন এটাই ঐতিহাসিক বাস্তবতা। মুনতাসির মামুন সাহেবের এটা জানা না থাকলে কিছু আসে যায় না।

দ্বিতীয় কথা হল : মির্জা গোলাম আহমদ নিজেকে নবী হিসাবে দাবীর প্রেক্ষিতে তার ও তার অনুসারীদেরকে সংখ্যালঘু অমুসলিম ঘোষণার দাবীটি শুরু থেকে অদ্যাবধি নিয়মতান্ত্রিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও গণতান্ত্রিকভাবেই চলে আসছে। এ দাবী আদায়ের জন্যে বল প্রয়োগ বা সন্ত্রাসের পথ কখনই গ্রহণ করা হয়নি। ১৯৫৩ সালে পাঞ্জাবে সংঘটিত দাঙ্গার মূলে ছিল 'ইসলামী শাসনতন্ত্রের' দাবী নস্যাৎ করার জন্যে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর একটি পরিকল্পিত চক্রান্তের অংশ বিশেষ। ঐ ঘটনা ছাড়া ইতিহাসের এ দীর্ঘ সময়ে অনুরূপ আর কোন ঘটনার কথা আমাদের জানা নেই। ভাববার বিষয় যে, অতি সম্প্রতি আহমদীয়া কমপ্লেক্স ঘেরাও কর্মসূচির পেছনে সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে রাজনৈতিক ফায়দা লাভের কোন দূরভিসন্ধি কোন মহলের আছে কি না? "বাংলাদেশ উগ্রমৌলবাদীদের আখড়া" প্রমাণ যারা করতে চায়, পেছন থেকে তারাই কলকাঠি নাড়ছেন কিনা এ বিষয়টিও ভেবে দেখার দাবী রাখে। আমরা আহমদীয়া বা কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণার দাবীকে একশ' ভাগ যুক্তিসঙ্গত হিসাবে যেমন সর্বান্তকরণে সমর্থন করি, তেমনি এ দাবী আদায়ের জন্যে বল প্রয়োগের আশ্রয় নেয়া ও আইন হাতে তুলে নেয়ার বিরোধিতাও করি দ্বিধাহীনভাবে। এবং এটাও মনে করি বলপ্রয়োগের পথ এই যৌক্তিক দাবীটাকে দুর্বল ও ক্ষতিগ্রস্ত করবে। শুধু তাই নয়, বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইসলাম ও মুসলিম উম্মার বড় ধরনের ক্ষতিরও কারণ হতে পারে। বাস্তবে আমাদের আলেম ওলামা এই দাবীর পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে আসছেন, বুদ্ধিবৃত্তিক ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে দাবী উত্থাপন করে আসছেন, বল প্রয়োগের পথে যাননি। তার জ্বলন্ত প্রমাণ– ঐতিহ্যবাহী পুরানো ঢাকার বকশীবাজারে আহমদীয়া বা কাদিয়ানীদের হেডকোয়ার্টার। তার পাশেই ঐতিহ্যবাহী ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা ও ছাত্রাবাস এতদসত্ত্বেও আজ পর্যন্ত সেখানে কোন রকমের দাঙ্গা-ফ্যাসাদের ঘটনা ঘটেনি।

তৃতীয় কথাটি বলতে চাই মুনতাসির মামুন সাহেবের চ্যালেঞ্জের ভাষায় কৃত প্রশ্নটির জবাবে। তিনি বলেছেন, 'নিজামীর উদ্দেশ্যে বলছি আহমদীয়াদের কোন্ বইয়ে তিনি এ তথ্য পেয়েছেন ঘোষণা করুন'। আমি জানি না মুনতাসির মামুন সাহেব প্রশ্নটি বুঝে করেছেন না কি না বুঝেই করেছেন। আমি এটাও জানি না এত পান্ডিত্যের অধিকারী এই ব্যক্তিটি মির্জা গোলাম আহমদ এবং তার খলিফা মির্জা বশীরুদ্দীনসহ কাদিয়ানী নেতাদের মৌলিক বই-পুস্তক কয়টি পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছেন। মুনতাসির মামুনের জ্ঞাতার্থে বলতে চাই, আমি কাদিয়ানীদের ঢাকাস্থ হেড কোয়ার্টারের পাশে বখশীবাজারে অবস্থিত ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসায় ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশোনা করেছি। '৬১ সালের জুন মাস থেকে '৬৩ সালের জুন পর্যন্ত ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসার কামিল ক্লাসের ছাত্র হিসাবে বকশীবাজারে অবস্থানকালে কাদিয়ানীদের হেডকোয়ার্টারে যাওয়া আসা করেছি। তাদের ওখানকার লাইব্রেরীতে বসে পড়াশোনা করেছি, আবার ইস্যু করিয়ে এনেও তাদের প্রামাণ্য গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেছি। মুনতাসির মামুন সাহেব তার সর্বশক্তি দিয়ে কাদিয়ানীদের পক্ষ নিয়েছেন এবং প্রমাণ পেশ করার দাবী করেছেন। তিনি যদি সত্যি সত্যি এ সম্পর্কে সঠিক তথ্যাদি জানতে চান তাহলে মির্জা গোলাম আহমদের স্বরচিত গ্রন্থ– 'বারাহীনে আহমদীয়া'- পাঠ করে দেখতে পারেন। তার অপর একটি গ্রন্থ– 'তাবলিগে রেসালাত'ও দেখতে পারেন। তার সন্তান ও প্রথম খলিফা মির্জা বশীরুদ্দীন লিখিত 'হাকিকাতুন্নবুয়ত এবং 'আনোয়ারে খিলাফত' গ্রন্থ দু'টিও দেখতে পারেন। তাছাড়া অন্যতম কাদিয়ানী নেতা মঞ্জুর এলাহী সাহেব সংকলিত "মালফুজাতে আহমদীয়া" নামক গ্রন্থটি পড়ে দেখতে পারেন। আমরা তার জ্ঞাতার্থে এই নিবন্ধে কতিপয় উদ্ধৃতি দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই।

প্রথম উদ্ধৃতি :

"খাতিমুন্নাবীয়ীন" সম্পর্কে হযরত মসী মসউদ বলিয়াছেন যে, খাতিমুন্নাবীয়ীন এর অর্থ তাহার মোহর ব্যতীত কাহারো নবুওয়াত সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। যখন মোহর লাগিয়া যায় তখনই তাহা প্রামাণ্য হয় এবং সত্য রূপে স্বীকৃত বলিয়া বিবেচিত হয়। তদ্রুপ হযরতের মোহর এবং সত্যায়িত বলিয়া যে নবুওয়ত স্বীকৃতি লাভ করে নাই তাহা খাঁটি এবং সত্য নহে।"

মনজুর ইলাহী সংকলিত মালফুজাতে আহমদীয়া। ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ২৯০

দ্বিতীয় উদ্ধৃতি :

"আমরা ইহা অস্বীকার করি না যে, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম খাতিমুন্নবীয়ীন। কিন্তু খতম এর যে অর্থ অধিকাংশ লোকজন গ্রহণ করিয়াছে এবং যাহা রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামের মহান মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী তাহা এই যে তিনি নবুওয়তের ন্যায় বিরাট নেয়ামত হইতে উম্মতকে মাহরুম করিয়া গিয়াছেন। ইহা ঠিক নহে। বরং ইহার অর্থ এই যে, তিনি নবীদের মোহর ছিলেন। এখন তিনি যাহাকে নবী বলিয়া স্বীকার করিবেন তিনিই নবী হইবেন। আমরা এই অর্থে তাহাকে খাতিমুন্নবীয়ীন বলিয়া বিশ্বাস করি।

'আল ফজল' পত্রিকা- কাদিয়ান, ১৯৩৯ সন।

তৃতীয় উদ্ধৃতি :

"খাতিম মোহরকে বলা হয়। নবী করিম যখন মোহর তখন তাহার উম্মতের মধ্যে যদি নবী মোটেই না হয়, তবে তিনি মোহর হইলেন কি রূপে অথবা তাহা কিসের উপর লাগিবে?"

'আল ফজল' কাদিয়ান, ২২শে মে ১৯২২।

চতুর্থ উদ্ধৃতি :

'একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, হযরতের পরেও নবুওয়তের দরজা খোলা রহিয়াছে।"